ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 110 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১১০ ● কলকাতা ● ১০ বৈশাখ, ১৪৩৩ ● শুক্রবার ● ২৪ এপ্রিল ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

রক্তছাপ্পা ভোটের ছায়ায় আতঙ্কে সাংবাদিক পরিবার, নিরাপত্তাহীনতায় প্রশ্নের মুখে প্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা,
দক্ষিণ ২৪ পরগনা:

রাজ্যে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় প্রায় দু'লক্ষেরও বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী ও ৪০ হাজারের ওপর রাজ্য পুলিশের মোতায়েন—উদ্দেশ্য ছিল একটাই, নির্বিঘ্ন ও রক্তবিহীন নির্বাচন। নির্বাচন কমিশনও সেই লক্ষ্যেই একাধিক কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছিল। কিন্তু বাস্তব চিত্র যেন উল্টো—পুরনো স্মৃতি, পুরনো আতঙ্কই যেন ফিরে এল ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে। রক্তহীন ভোটের প্রতিশ্রুতি রক্তাক্ত বাস্তবের সামনে ভেঙে পড়েছে—এমনই অভিযোগ উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে।

ভোট যত এগিয়েছে, ততই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বেড়েছে উত্তেজনা, হিংসা ও সন্ত্রাসের অভিযোগ। ছাপ্পা ভোট, প্রার্থীদের মারধর, বোমাবাজি, হাতাহাতি—সব মিলিয়ে অশান্তির ছবি স্পষ্ট। এই পরিস্থিতির মধ্যেই আবার সামনে এসেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার এক সাংবাদিক পরিবারের দীর্ঘদিনের নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগ।

সংবাদমাধ্যমের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার বহুদিন ধরেই দাবি করে আসছেন, ভোট এলেই তার ও তার পরিবারের ওপর নেমে আসে হুমকি ও হামলার আশঙ্কা। এবছরও তার ব্যতিক্রম নয়। অভিযোগ, এলাকায় বৈঠক করে তাকে খুনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে, এমনকি রাতের অন্ধকারে বাড়িতে হামলা বা বিস্ফোরণের ছকও কষা হয়েছে। সম্প্রতি এমন একাধিক ঘটনার আশঙ্কার কথা প্রশাসনকে জানানো হলেও কার্যকরী পদক্ষেপের অভাব নিয়েই প্রশ্ন উঠছে।

অভিযোগের তালিকা দীর্ঘ। ২০০৭ সালে তাকে হত্যার চক্রান্ত, ২০০৮-০৯ সালে বাড়িঘর লুট করে ঘরছাড়া করা, ২০১০ সালে বাসন্তী হাইওয়েতে প্রাণঘাতী হামলার চেষ্টা, ২০১১ সালে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো—যেখানে পরে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন। ২০১৬ সালে ভোট-পরবর্তী হিংসায় তার বাড়ির পেছনে বোমা পড়া, গুলি চালানো ও ফিশারি লুটের ঘটনাও নথিভুক্ত রয়েছে জীবনতলা থানায়। ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগের রাতে তার জ্যাঠামশাই দুখিরাম সরদার খুন হন বলেও অভিযোগ, যদিও সে সময় পুলিশ ডায়েরি পর্যন্ত নেয়নি বলে দাবি পরিবারের। ২০২১ ও ২০২৪ সালেও একই ধরনের লুটপাট ও হিংসার অভিযোগ সামনে এসেছে।

বর্তমান পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক বলেই দাবি পরিবারের। অভিযোগ, এবার শুধু প্রাণনাশের হুমকি নয়, জমিজমা দখলের চেষ্টাও চলছে। নথি গায়েব করে দেওয়া, রেকর্ড থাকা সত্ত্বেও পাট্টা না দেওয়া—এসবের পেছনে প্রশাসনের একাংশ ও প্রভাবশালী মহলের যোগসাজশ রয়েছে বলে অভিযোগ। আশঙ্কা, নির্বাচনের পর জোর করে জমি দখলের ছক কষা হয়েছে।

পরিবারের দাবি, বিষয়টি নির্বাচন কমিশন, পুলিশ প্রশাসন এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে একাধিকবার লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত নিরাপত্তা দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও দৃশ্যমান পদক্ষেপ দেখা যায়নি। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কেন নিরাপত্তা মিলছে না—তা নিয়েই উঠছে বড় প্রশ্ন।

এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে—তাহলে কি সত্যিই একজন সাংবাদিকের জীবন এতটাই অনিরাপদ? এত বাহিনী মোতায়েন, এত কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার পরও যদি এমন অভিযোগ সামনে আসে, তবে নির্বাচন প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা ও নিরাপত্তা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়।

এখন দেখার, নির্বাচনের এই উত্তপ্ত আবহে প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন কত দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে ওই সাংবাদিক ও তার পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে। কারণ সময় যত গড়াচ্ছে, ততই বাড়ছে আতঙ্ক—আর সেই আতঙ্কই যেন বড় হয়ে উঠছে গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসবের উপর।

পর্ব 269

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

উপবাস ঘটিত হয়ে যায়। জোর করে উপবাস হয় না। এইজন্যে এইরকম জবরদস্তি উপবাস করা উচিত নয়। স্বাভাবিকভাবে হয়ে যায় তো ঠিক আছে। খাওয়া হল শরীরের এক আবশ্যকতা।

ক্রমশঃ

দিল্লীর একতা ফাউন্ডেশান সুন্দরবনের কাঁটামারী বালক সংঘের স্কুলে শিশুদের জন্য কীচেন নির্মান করেন

সমতুল নস্কর, দক্ষিন 24 পরগনা

গত 23 শে এপ্রিল দিল্লীর একতা ফাউন্ডেশান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে দঃ 24 পরগনা জেলার কুলতলী ব্লকে দেউলবাড়ী দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে, কাঁটামারী বালক সংঘ পরিচালিত স্কুল শহীদ ভগৎ সিং শিক্ষানিকেতনের স্কুলে ছাত্র/ছাত্রীদের মিডড়ে মিল খাওয়ানোর ও রান্না করার কোন গৃহ ছিলনা। একতা ফাউন্ডেশান দিদিকা ধাপা নামে একটি কীচেন রুম নির্মান করে দিলেন ,ও গত কাল 23 শে এপ্রিল সেই কীচেন রুমে ফ্রিতে কেঁটে শুভ উদ্বোধন করেন দিল্লীর একতা ফাউন্ডেশানের কায্যকর্তী মিস মেঘা দেবী ,সাথে ছিলেন মিঃ সন্তোষ জী, ও মিঃ আজাদ সাহেব। প্রথমে রুমের ফ্রিতে কেঁটেপ্রদীপ জালিয়ে শুভ উদ্বোধন করার পর ওই কীচেন রূমের মধ্যে ছাত্র/ছাত্রীদের মেঘা ম্যাডাম নিজের হাতে দুপুরের মিডড়ে মিল খেতে দিলেন । এবং কিছুদিন আগে দিল্লীর একতা ফাউন্ডেশানের অধিকর্তা মিঃ উজ্বল প্রামানিক সাথে ছিলেন মানিকতলা প্রেমানন্দ হাসপাতালের ফান্ডরাইজার মিঃ মার্ক মলয় বাবু সুন্দরবনে আসেন। ও কাঁটামারীর বালক সংঘের এই স্কুল টি দেখে কীচেন রুম নির্মান করার ও মিডড়ে মিল দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, প্রথম ধাপে কীচেনরুমের কাজ শেষ হয়েছে । এছাড়া একতা ফাউন্ডেশান মার্চ / মে মাস যাবৎ পুরুলিয়া জেলা ও দক্ষিন 24 পরগনা জেলায় ভ্রামমান চক্ষুপরীক্ষা শিবির করেছেন ও করে চলেছেন।তাই সুন্দরবন এলাকার উপকৃত মানুষ ও কাঁটামারী বালক সংঘের সম্পাদক সমতুল নস্কর মহাশয় মিঃ উজ্বল প্রামানিক কে ধন্যবাদ জানান।

EVM তুলে সাঁইসাঁই করে ছুটল গাড়ি, হাতেনাতে ধরলেন বিজেপির চন্দনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভোটের শেষ বেলায় তপ্ত হতে পারে বাংলা। সেই আশঙ্কা আগেই করেছিল নির্বাচন কমিশন। সেই মতো বাহিনীকে সতর্ক করেছিল। কয়েকটি জেলার নামও উল্লেখ করেছিল। সেই আবহের মধ্যেই বাঁকুড়ায় তৈরি হল উত্তেজনা। সেখানে বেশ কয়েকটি ইভিএম বোঝাই গাড়ি আটকে প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন শালতোড়ার বিজেপি প্রার্থী চন্দনা বাউরি।ঘটনার খবর পাওয়ার পর দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন অবজারভার সহ নির্বাচনী আধিকারিক ও বিষ্ণুপুরের সাংসদ। অবজারভারের দাবি, ওই ইভিএমগুলিতে কোনও ভোট নেওয়া হয়নি। রিজার্ভে থাকা ইভিএম গুলিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তারপরেও গোটা ঘটনার তদন্ত করে পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট দেওয়ার আস্বাস দিয়েছেন অবজারভার। বৃহস্পতিবার বিকালে আচমকাই শালতোড়ার তিলুড়ির কাছে একটি বোলেরো গাড়িতে বেশ কিছু ইভিএম দেখতে পেয়ে গাড়িকে ঘিরে তুমুল বিক্ষোভে ফেটে পড়েন শালতোড়ার বিজেপি প্রার্থী চন্দনা বাউরি। নিজের সামাজিক মাধ্যম অ্যাকাউন্ট থেকে গোটা ঘটনার লাইভ করেন চন্দনা বাউরি। গাড়িতে ইভিএম ছাড়াও তৃণমূলের বেশ কিছু পতাকা ছিল বলে দাবি বিজেপি প্রার্থীর। তাঁর দাবি তৃণমূলকে সুবিধা পাইয়ে দিতে

এরপর ৩ পাতায়

ভোট শুরু হতেই অশান্তি মুর্শিদাবাদের ডোমকলে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভোট শুরু হতেই সেই চেনা ছবি মুর্শিদাবাদের ডোমকলে । ভোটারদের অভিযোগ, তাঁদের হুমকি দেওয়া হয়েছে। ভোট দিতে গেলেই মারধর করা হবে, এভাবেই ভয় দেখাচ্ছে শাসক দল, অভিযোগ ডোমকলের ভোটারদের একটা বড় অংশের।ডোমকলের ভোটারদের অভিযোগ, তৃণমূলের লোকেরা তাঁদের ভয় দেখাচ্ছে। ভোট দিতে গেলে মারধর করা হবে বলে শাসিয়েছে তারা। সকাল থেকে ছিল না কেন্দ্রীয় বাহিনী। আসেনি পুলিশও। স্বভাবতই নিরাপত্তার কারণে ভোট দিতে যেতে ভয় পাচ্ছেন ভোটাররা। সকাল সকাল তাঁরা এসেছিলেন ভোট দিতে। কিন্তু ভয় দেখিয়ে তাঁদের ভোট দিতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। পরে পুলিশ আসে। সেই সঙ্গে আসে কেন্দ্রীয়

বাহিনীও। মাইকিং করে পুলিশ জানায়, ভোটাররা যেন ভোট দিতে যান। ভোট দেওয়ার পর ভোটারদের নিরাপদে বাড়ি ফেরানো হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে পুলিশের তরফে। আপাতত পুলিশি নজরদারিতে লাইন দিয়ে ভোট দিতে যাচ্ছেন রায়পুর গ্রামের ভোটাররা। সকালে ভোটাররা অভিযোগ করেছিলেন যে মিডিয়া যাওয়ার পর সেখানে গিয়েছে পুলিশ, কেন্দ্রীয় বাহিনী। আপাতত পুলিশি ঘেরাটোপে বুথমুখী ভোটাররা। কিন্তু সংশয়ে রয়েছেন তাঁরা। ভোট দেওয়ার পর কী হবে, আদৌ তাঁরা নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারবেন তো? ভোটারদের মনে উঠছে প্রশ্ন।তাঁদের এও অভিযোগ, পুলিশ আসেনি প্রথমে। পরে এলেও তাঁদের কথা না শুনে উল্টে তাঁদের মারধর করেছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীরও সেভাবে দেখা মেলেনি।

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

ভোট শুরু হতেই অশান্তি মুর্শিদাবাদের ডোমকলে

গতকাল রাতেও অশান্ত হয়েছিল ডোমকল। আজ সকাল থেকেও অশান্ত ডোমকলের আবহাওয়া। ভয় দেখানো হচ্ছে, পুলিশ নিরাপত্তার দায়িত্ব নিচ্ছে না, তাই ভোট দিতে যেতে পারছেন না, এমনই অভিযোগ করেছেন ভোটাররা।

নির্বাচন কমিশন বারবার বলেছে এবার ভোট হবে নিরাপদে, অবাধে, শান্তিপূর্ণ এবং সুষ্ঠু ভাবে। হিংসামুক্ত ভোটের কথা বলেছিল কমিশন। বিপুল পরিমাণ কেন্দ্রীয় বাহিনীও এসেছে রাজ্যে। অথচ প্রথম দফার ভোটের দিন সকালে ডোমকলে যখন ভোটারদের ভয় দেখানো হচ্ছিল বলে অভিযোগ, সেই সময় আশপাশে সেভাবে দেখা যায়নি কেন্দ্রীয় বাহিনী কিংবা স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে, এমনই অভিযোগ করেন ভোটাররা। ডোমকলের রায়পুর গ্রামের ভোটাররা এই অভিযোগও করেছেন যে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে তাঁদের ভয় দেখাচ্ছে তৃণমূলের লোকেরা। ভোট দিতে গেলে মারা হবে, এভাবেই হুমকি দিয়েছে তৃণমূল, অভিযোগ ভোটারদের।

(২ পাতার পর)

EVM তুলে সাঁইসাঁই করে ছুটল গাড়ি, হাতেনাতে ধরলেন বিজেপির চন্দনা

বুথে ভোট হওয়া ইভিএম বদল করে রিসিভিং সেন্টারে জমা করার উদ্দেশেই ওই গাড়িতে করে ইভিএম নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

অবিলম্বে নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে না পৌঁছলে ইভিএম বোঝাই ওই গাড়ি আগুনে পুড়িয়ে ফেলার হুঁশিয়ারি দেন বিজেপি প্রার্থী চন্দনা। ঘটনাকে ঘিরে একই অভিযোগে সামাজিক মাধ্যমে সরব হয়েছেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। সৌমিত্র খাঁ এই ঘটনার সঙ্গে প্রশাসনিক আধিকারিকদের একাংশের যোগসাজসের অভিযোগ এনেছেন।

বিজেপি চন্দনা বাউরি বলেন, "আমি তো ময়দানে ছিলাম। বিভিন্ন বুথে বুথে যাচ্ছিলাম। কোথায় কী কী হচ্ছে তার সব কথা আমি জানাচ্ছিলাম অফিসারদের। আমাদের নির্বাচনী এজেন্ট একটি গাড়িকে আটকায়।"

ভোটের মুখে আলু নিয়ে বিজেপির রাজনীতি, অভিযোগ করলেন বিদায়ী কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, সিঙ্গুর হুগলি

ভোট যখন দোরগোড়ায় সেই মুহূর্তে আলু নিয়ে বেচারাম এর মন্তব্যে উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি। আজ সিঙ্গুরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আলু চাষীদের বর্তমান অবস্থা নিয়ে বিজেপিকে দুশলেন রাজ্যের প্রাক্তন কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না। তিনি জানালেন ভোটের মুখে রাজনীতির উদ্দেশ্যে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গের আলু চাষীদের নিয়ে যখন মায়া কান্নায় মশগুল তখন একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকার অত্যাধিক আলু উৎপাদনের সময়েও ৯৫০ টাকা কুইন্টাল দরে চাষীদের থেকে আলু সংগ্রহ করছে সেখানে উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকার ৬৫০ টাকা কুইন্টাল দরে আলু কিনছে। শুধু তাই নয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রত্যেক আলু চাষীদের কাছ থেকে ৭০ প্যাকেট করে আলু সংগ্রহ করেছে। বেচারাম মান্না পরিসংখ্যান দিয়ে জানান ইতিমধ্যেই ৪.৭৬ লক্ষ কুইন্টলের বেশি আলু সংগ্রহ করেছে এছাড়াও সুফল বাংলার উদ্যোগে ৫৬ হাজার কুইন্টাল আলু কেনা হয়েছে। এছাড়া ও তিনি জানান ৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন আলু সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে যা সর্বকালীন রেকর্ড। তিনি এর কৃতিত্ব মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে বলেন এবারে রাজ্যে অনুকূল আবহাওয়ার ফলে আলুর ফলন ভালো হয় উৎপাদন আশাতিত বেড়েছে। তাই এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে বিজেপি আলুকে রাজনৈতিক ইস্যু করে সর্বসম্মুখে তুলে ধরছে শুধুমাত্র ভোটকে সামনে রেখে। তিনি জানান রাজ্য সরকার আলু বাইরে পাঠানোর ক্ষেত্রে কোনো

এরপর ৬ পাতায়

অনেক জায়গায় খাতাই খুলতে পারবে না তৃণমূল', প্রথম দফার ভোটের মধ্যেই কৃষ্ণনগরে দাবি মোদির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটের দিন রাজ্যে একাধিক কর্মসূচি নিয়ে উপস্থিত হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার তাঁর দুটি জনসভা রয়েছে- প্রথমটি কৃষ্ণনগরে এবং দ্বিতীয়টি মথুরাপুরে। পাশাপাশি বিকেলে হাওড়ায় একটি রোড শো-ও করবেন তিনি।একইসঙ্গে তিনি নির্বাচন কমিশন ও সরকারি কর্মীদের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, "গত ৫০ বছরে এটাই প্রথম নির্বাচন যেখানে হিংসা কমেছে এবং শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে।" ভোটারদের উৎসাহ ও রেকর্ড পরিমাণ ভোটদানের ইঙ্গিত তুলে তিনি পরিবর্তনের হাওয়া বইছে বলেও দাবি করেন।নির্বাচনী মঞ্চ থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করে মোদি দাবি করেন, "অনেক জায়গায় তৃণমূল খাতাই খুলতে পারবে না, তাদের বিদায় নিশ্চিত।" বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, "১৫ বছর আগে যেমন বামেদের বিরুদ্ধে জনতা বিউগল বাজিয়েছিল, আজ তৃণমূলের জঙ্গলরাজের বিরুদ্ধেও একই সুর শোনা যাচ্ছে।" বিজেপি-এনডিএ জোটের জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী মোদি জানান, "৪ মে বাংলাতেও জয়ের উৎসব হবে, পদ্ম ফুটবেই।"

সম্পাদকীয়

শেষ মুহূর্তে ঘুম ভাঙল কমিশনের, আধাসেনার ভূমিকায় অখুশি

শেষ মুহূর্তে আরও কড়া হওয়ার নির্দেশ কমিশনের। পরিস্থিতি সামাল দিতে এবার প্রয়োজনের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে কড়া হাতে পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিলেন CEO। শুধু বুথের ১০০ মিটারের মধ্যে নয়, ১০০ মিটারের বাইরেও বাহিনীকে কাজে লাগানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসারদের আরও কড়া ভাবে পরিস্থিতি সামলানোর নির্দেশ দিলেন CEO।এখানেই প্রশ্ন উঠেছে, কেন্দ্রীয় বাহিনী কেন দেরিতে যাচ্ছে? কমিশন আগেই জানিয়েছিল, বাহিনী একাই চলে যাবে কোথাও সমস্যা হলে। মোটের ওপরে শান্তিপূর্ণ ভোট চললেও কয়েকটি জায়গায় বিক্ষিপ্ত অশান্তি হয়েছে। জানা গিয়েছে, দুবরাজপুরে ইভিএমে কারচুপি করার অভিযোগ উঠেছে। সেখানেই কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিশানা করার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন ১ জওয়ান।

আধাসেনার ভূমিকায় খুশি নন তিনি। সেই কথা স্পষ্ট জানিয়েছেন।

নজিরবিহীনভাবে বাহিনী মোতায়েন করার পরেও কেন অশান্তি ঠেকানো যাচ্ছে না? কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকায় অখুশি নির্বাচন কমিশন। বাহিনীর বিরুদ্ধে দেরিতে পৌঁছনোর অভিযোগ উঠছে। কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, বেশ কিছু সময় দেরিতে পৌঁছানোর জেরে সমস্যা বাড়ছে। অনেক ক্ষেত্রে দেরিতে পৌঁছনোর অভিযোগ উঠেছে। এমনভাবে মোতায়েন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী, যাতে দ্রুত পৌঁছে যেতে পারে। কিন্তু অধিক বাহিনী থাকা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছতে পারছে না তাঁরা। নওদায় অশান্তি হওয়ার পরে বেশ কিছু সময় পরে সেখানে পৌঁছায় বাহিনী। সিইও-কে ফোন করে নির্বাচনের বিস্তারিত খবর নিলেন জ্ঞানেশ কুমার। কড়া নজরদারি রাখা হয়েছে সব বুথে।

বাংলার সাধক বামাক্ষ্যাপা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(দশম পর্ব)

একটি শাখার অন্তর্গত ছিলেন । সেখানকার রাজা হলেন রামেস । যেটি রাম-ইস ভগবান শ্রী রামচন্দ্র থেকেই নামকরণকৃত। পান্ডব পরিবারবর্গও একসময় মিশর এবং ইউরোপে এসেছিল যা এখন সাগরে নিমজ্জিত হয় । এভাবে পিরামিডের গায়ে বৈদিক সংস্কৃতির ছোঁয়া এখনও দেখতে পাওয়া যায় তার বিবরণ আমি পরবর্তী কোনো পুস্তকে উল্লেখ করবো। পরবর্তীতে তারা বর্তমানের ইসরাইলে গমন করে । যেটিকে বিশ্লেষন করলে দাঁড়ায় ইশ্বরাভলয় (ভূমি) তার অর্থ ইশ্বরের বাসস্থান । সুতরাং

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

অটল পেনশন যোজনা অতিক্রম করল এক ঐতিহাসিক মাইল ফলক : মোট নথিভুক্তির সংখ্যা ৯ কোটি ছাড়াল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারত সরকারের অন্যতম অগ্রণী সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প, পেনশন তহবিল নিয়ন্ত্রক ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ পরিচালিত অটল পেনশন যোজনা এক ঐতিহাসিক মাইল ফলক অতিক্রম করেছে, ২১ এপ্রিল এই যোজনায় মোট নথিভুক্তির সংখ্যা ৯ কোটি ছাড়িয়ে গেছে।

২০২৫-২৬ আর্থিক বছরে এই যোজনায় ১.৩৫ কোটি নাম নথিভুক্ত হয়েছিল, যা কোনও একটি অর্থবর্ষে সর্বোচ্চ।

সব ভারতীয়কে সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৫ সালের ৯ মে অটল পেনশন যোজনার সূচনা হয়। স্বেচ্ছা অর্থ প্রদানের ভিত্তিতে গঠিত এই পেনশন প্রকল্পে দরিদ্র, বঞ্চিত এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। গত এক দশকে ব্যাঙ্ক, ডাক বিভাগ এবং ভারত সরকারের ধারাবাহিক প্রয়াসে এই প্রকল্পের ব্যাপক বিকাশ হয়েছে।

দেশের সব রাজ্য ও জেলায় প্রচারমূলক কর্মসূচি, সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ, গণ মাধ্যমের প্রচার, নিয়মিত কর্মদক্ষতা পর্যালোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে পেনশন তহবিল নিয়ন্ত্রক ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এই প্রকল্পের বিকাশে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে।

অটল পেনশন যোজনায় তিন ভাবে সম্পূর্ণ সুরক্ষা কবচ প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমত এই প্রকল্পের গ্রাহকরা ৬০ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পর ১০০০ থেকে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত সুনিশ্চিত মাসিক পেনশন পাবেন ; দ্বিতীয়ত, গ্রাহকের মৃত্যু হলে তাঁর স্বামী বা স্ত্রীর জন্য একই পেনশন থাকবে এবং তৃতীয়ত উভয়ের মৃত্যুর পর ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত সঞ্চিত মূলধন মনোনীত ব্যক্তিকে ফেরত দেওয়া হবে। আয়কর প্রদানকারী ছাড়া ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়সী যেকোনও ভারতীয় এই প্রকল্পে যোগ দিতে পারেন।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

“এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই যে ঋগ্বেদের অন্তত স্থান বিশেষে পুরুষ প্রধান-বৈদিক দেবলোকের নায়ক ইন্দ্র ওই ঊষাকে আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করছেন এবং পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য থেকে অনুমিত হয় এক্ষেত্রে ঊষা হলেন প্রাচীন সিন্ধুসভ্যতার মাতৃদেবীই” (দেবীপ্রসাদ ৬৯)।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

২০১১-র রেকর্ড চুরমার করে বাংলায় সর্বকালের সেরা ভোট পড়ল,

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলায় ভোটে এবার যে 'দুধ বেশি জল কম' তা আগেই বোঝা যাচ্ছিল। এও আন্দাজ করা যাচ্ছিল যে ভোট পড়ার হার ৯০ শতাংশ ছুঁয়ে ফেলতে পারে। দ্য ওয়ালে এ ব্যাপারে একাধিক বার প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছিল। দেখা গেল, হলও তাই। বৃহস্পতিবার প্রথম দফার ভোটে বাংলায় ভোট পড়ার অতীতের সব রেকর্ডকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। ভেঙে গেছে ২০১১ সালের পরিবর্তনের ভোটের রেকর্ডও। এদিন যে ১৫২টি আসনে ভোট গ্রহণ হয়েছে, বিকেল ৫টা পর্যন্ত সেখানে গড়ে ভোট পড়েছে ৮৯.৯৩ শতাংশ, অর্থাৎ ৯০ শতাংশ। এই দফায় সবচেয়ে হাই ভোল্টেজ ভোট হওয়ার কথা ছিল নন্দীগ্রামে। সেখানে ভোট পড়েছে ৯০.৩ শতাংশ।

নয়ের দশকে তাকালে দেখা যায়, তখন থেকেই বাংলার ভোটের হার ছিল নজরকাড়া। ১৯৯৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভোট পড়েছিল প্রায় ৮৩ শতাংশের কাছাকাছি—যা তখনই সারা দেশের প্রেক্ষিতে ছিল ব্যতিক্রমী। ২০০১ সালে ভোট পড়ার হারে খানিকটা পতন হলেও, সেই হারও ছিল প্রায় ৭৫ শতাংশের আশেপাশে। বলাবাহুল্য ৭৫ শতাংশ ভোট পড়া এখনও অনেক রাজ্যের কাছে স্বপ্নের মতো।

কিন্তু সেই সামান্য পতন যেন ছিল ঝড়ের আগের বিরতি। ২০০৬-এর পর থেকে আবার চড়াই শুরু হয়। সেবার বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সরকারের স্থায়িত্বের পক্ষে ভোট পড়েছিল। ভোট পড়ার হার ছিল ৮০ শতাংশ।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ধাক্কায় তা শেষমেশ আর ধরে রাখতে পারেনি বামেরা। বরং তীব্র প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার ঝড় বাম দুর্গের পতন ঘটনায়। ২০১১ সালের বিধানসভা ভোটে ঐতিহাসিক তথা রেকর্ড ভোট দান হয়েছিল বাংলায়। ভোট দানের হার ছিল ৮৪ শতাংশ। শুধু সরকার বদল নয়, সেই নির্বাচনে মানুষের অংশগ্রহণ যেন এক রাজনৈতিক মুহূর্তকে ইতিহাসে পরিণত করেছিল।

তার পরেও সেই গতি কমেনি। ২০১৬ এবং ২০২১—দু'টি নির্বাচনে ভোটের হার ছিল ৮২ শতাংশের আশেপাশে। যা বুঝিয়ে দেয়, বাংলায় উচ্চ হারে ভোট দান কোনও ব্যতিক্রম নয়, বরং নিয়ম। তবে এ ব্যাপারে পর্যবেক্ষক ও বিশ্লেষকদের মতান্তর ছিল। অনেকের মতে, এই ৮২ শতাংশের মধ্যে অন্তত ৩ থেকে ৫ শতাংশ বা তারও বেশি জল রয়েছে। সেই জল হল—মৃত ভোটার, ভুয়ো ভোটার, ডুপ্লিকেট ভোটার, বুথ দখল, ছাপ্পা ইত্যাদি। এবার ভোটে সেই জল অনেকটাই কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন নির্বাচন কমিশন। স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের মাধ্যমে একদিকে মৃত ও ডুপ্লিকেট ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে ভোট গ্রহণের নিয়মে এমন কড়াকড়ি করেছে ছাপ্পার সুযোগ নিতান্তই কম।

এ হেন পরিস্থিতিতে ২০১১ সালের রেকর্ডকে চুরমার করে ৯০ শতাংশের বেশি ভোট পড়া শুধু ঐতিহাসিক মাইলফলক নয়, গোটা দেশের মধ্যে রেকর্ড। মনে রাখতে ৯০ শতাংশ ভোট পড়েছে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। চূড়ান্ত হিসাবে দিনের শেষে তা আরও ২ থেকে ৩ শতাংশ বেড়ে যেতে পারে।

এখন প্রশ্ন হল, এত বেশি হারে ভোট পড়ার কারণ কী? এটা কীসের ইঙ্গিত?

দ্য ওয়ালে আগেই লেখা হয়েছিল যে ভোট শতাংশ এবার স্বাভাবিক নিয়মে বাড়বে। এসআইআর প্রক্রিয়ায় গড়ে প্রতিটি বিধানসভায় ২০ থেকে ৩০ হাজার ভোটারের নাম বাদ গেছে। মুর্শিদাবাদ ও মালদহে গড়ে প্রতিটি বিধানসভা আসনে ৫০ হাজার করে ভোটারের নাম বাদ গেছে। তাতেই ভোট শতাংশ বেড়ে গেছে অনেকটা।

ব্যাপারটা একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝালে সহজ হতে পারে। ধরা যাক কোনও আসনে আগে ভোটার ছিল ৩ লক্ষ। গতবার ভোট দিয়েছিলেন ২ লক্ষ ৪০ হাজার জন (অর্থাৎ ৮০ শতাংশ)। এবার নাম বাদ যাওয়ার পর ভোটার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ ৭০ হাজার। এবারও যদি সেই ২ লক্ষ ৪০ হাজার মানুষই ভোট দেন, তবে শতাংশের হিসেবে তা দাঁড়াবে ৮৮ শতাংশ। অর্থাৎ, একই সংখ্যক মানুষ ভোট দিলেও ভোটার তালিকা ঝাড়াই বাছাই হওয়ায় শতাংশের হার এক লাফে ৮ শতাংশ বেড়ে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত আরও একটি প্রবণতা কাজ করছে বলে মনে করা হচ্ছে। এসআইআর প্রক্রিয়ার অনেকেই ভাবছেন, এবার ভোট না দিলে হয়তো স্থায়ীভাবে-তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ে যেতে পারে। আবার যেভাবে নতুন করে ফর্ম ফিল-আপ করে ভোটার তালিকা তৈরি হয়েছে, তা কিছু মানুষকে উৎসাহিত করেছে। তা অনেকটাই প্রথম বার ভোটার কার্ড হওয়ার মতই একটা অনুভূতি। তাতেও ভোট দেওয়ার জন্য ঝোঁক হয়তো বেড়েছে। ফলে ভোট শতাংশ ৯০-এর পার করে গেছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলেন, বাংলার ভোটের উচ্চ হার মূলত তিনটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে। প্রথমত, শক্তিশালী সংগঠনভিত্তিক রাজনীতি। অর্থাৎ বুথস্তর পর্যন্ত মজবুত সংগঠন। যা অতীতে বামেদের ছিল এবং এখন তৃণমূলের রয়েছে। দ্বিতীয়ত, মানুষের মধ্যে ভোটকে ঘিরে উৎসাহ। আর তৃতীয়ত, প্রতিদ্বন্দ্বিতার তীব্রতা—যখন প্রায় প্রতিটি নির্বাচনই 'হাই-স্টেক' হয়ে ওঠে।

তবে উচ্চ ভোটের মানে সবসময় একরৈখিক নয়। কখনও তা শাসকের প্রতি সমর্থনের ঢেউ, কখনও আবার প্রবল ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। ২০১১-র ভোট যেমন পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষার প্রতীক ছিল, তেমনই ২০২১-এ উচ্চ ভোটার উপস্থিতি তীব্র রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতারও প্রমাণ দিয়েছিল। অর্থাৎ বেশি ভোট পড়া মানেই কে জিতবে তার সরল সমীকরণ নয়—বরং বোঝায় যে মানুষ সক্রিয়ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে মাঠে নেমেছে।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল নতুন ভোটার ও মহিলাদের অংশগ্রহণ। গত কয়েকটি নির্বাচনে দেখা গেছে, মহিলাদের ভোটদানের হার পুরুষদের সমকক্ষ, কখনও কখনও বেশি। তরুণ ভোটারদের উপস্থিতিও বাড়ছে। ফলে ভোটের শতাংশ শুধু সংখ্যায় বাড়ছে না, বদলাচ্ছে তার সামাজিক চরিত্রও।

যেমন সম্প্রতি বিহার নির্বাচনে দেখা গেছে, ভোট শতাংশ বেড়েছে। তার মধ্যে আবার তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে ভোটে মহিলাদের অংশগ্রহণ বেড়েছে প্রায় ১০ শতাংশ। ভোটের আগে রাজ্যে ১ কোটি ২০ লক্ষ মহিলাকে ১০ হাজার টাকা করে দিয়ে দিয়েছিল নীতীশ সরকার। হতে পারে, তারই প্রভাব পড়ে ভোটে।

বাংলায় ভোট শতাংশের এই ছবি দেখে তৃণমূলের দাবি, এটা স্থায়িত্বের পক্ষে। এসআইআরের বিরোধিতার করার জনাদেশ। মহিলারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আর তরুণরা যুব সাথীর পক্ষে ভোট

এরপর ৬ পাতায়

কায়রোয় অনুষ্ঠিত হল ভারত এবং ইজিপ্টের মধ্যে একাদশ যৌথ প্রতিরক্ষা কমিটির বৈঠক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০ এবং ২২ এপ্রিল ২০২৬-এ একাদশ ভারত-ইজিপ্ট জয়েন্ট ডিফেন্স কমিটি (জেডিসি) –র বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে ফলপ্রদ আলোচনা হল। ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন যুগ্ম সচিব (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা) শ্রী অমিতাভ প্রসাদ। প্রতিনিধি দলে ছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীর উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা। ইজিপ্টের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

দুই পক্ষ পূর্বেকার জেডিসি বৈঠকের পর থেকে অগ্রগতির সার্বিক পর্যালোচনা করে এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে যোগাযোগের জন্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পথমানচিত্র তৈরি করে। ২০২৬-২০২৭ দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বিষয়ে তাঁরা সহমত হন। আলোকপাত করা হয় সুনির্দিষ্ট কাঠামোর সামরিক আলাপচারিতা ব্যবস্থার প্রসার, যৌথ প্রশিক্ষণ বিনিময়কে জোরদার করা, সমুদ্র নিরাপত্তা ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি, সামরিক মহড়ার সুযোগ এবং বৈচিত্র্য বৃদ্ধি ও প্রতিরক্ষা উৎপাদন ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রসারের ওপর।

ভারতীয় প্রতিনিধি দল ভারতীয় প্রতিরক্ষা শিল্পে দ্রুত ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ক্ষমতা সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করেন। উল্লেখ করা হয় যে, উৎপাদন ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পেরিয়ে গেছে এবং ভারত প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি করছে ১০০টিরও বেশি দেশে। প্রতিরক্ষা শিল্পে সহযোগিতা পরিকল্পনা তৈরি করতে সহমত হয় দুই পক্ষ। ভারত-ইজিপ্ট প্রতিরক্ষা সহযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা শিল্প সহযোগিতা একটি প্রধান স্তম্ভ, কারণ দুই পক্ষই চায় একযোগে প্রতিরক্ষা উৎপাদন ক্ষেত্রের সুযোগ খুঁজতে।

এই বৈঠকের অবসরে দুই নৌবাহিনীর কর্মীদের মধ্যে প্রথম আলোচনা অনুষ্ঠিত হল। ভারত মহাসাগর অঞ্চলে অবাধ নৌ চলাচলের ক্ষেত্রে ভারতীয় নৌবাহিনীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় কথা পরিবেশিত হল। সামুদ্রিক নিরাপত্তার প্রসারে ভারতের ইনফরমেশন ফিউশান সেন্টারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরা হল।

ভারতীয় প্রতিনিধি দল ইজিপ্ট বিমান বাহিনীর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমির আব্দেল রহমান-এর সঙ্গেও দেখা করে। প্রতিনিধি দলের তরফ থেকে ইজিপ্ট বিমানবাহিনী কমান্ডারকে ধন্যবাদ জানানো হয় দুদেশের বিমানবাহিনীর মধ্যে নিবিড় সহযোগিতার জন্য।

ভারতীয় প্রতিনিধি দল হেলিপোলিস যুদ্ধ স্মারকে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে এবং শ্রদ্ধার্ঘ্য জানায় প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত ভারতীয় সিংহহৃদয়দের চরম আত্মত্যাগের প্রতি।

ভারত-ইজিপ্ট প্রতিরক্ষা সহযোগিতা ক্ষেত্রে একটি প্রধান মাইলফলক হল ২০২২-এর সেপ্টেম্বরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর ইজিপ্ট সফরের সময়ে হওয়া প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতা নিয়ে সমঝোতা পত্র স্বাক্ষর। ২০২৩-এ দ্বিপাক্ষিক মৈত্রী কৌশলগত অংশীদারিত্ব উন্নীত হয়। একাদশ বৈঠকে পুনরায় জানানো হয়েছে, দুদেশের মধ্যে নিকট সম্পর্কের কথা এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং স্থিরতার লক্ষ্যে তাদের পারস্পরিক দায়বদ্ধতার কথা।

(৩ পাতার পর)

ভোটের মুখে আলু নিয়ে বিজেপির রাজনীতি, অভিযোগ করলেন বিদায়ী কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না

বাধা নিষেধ রাখেনি তারই পরিপ্রেক্ষিতে এখান থেকে ২৫ টি রেকের মাধ্যমে ভিন রাজ্যে আলু পাঠানো হলেও আরো রেলের রেকের দাবি চাষীরা জানালেও সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রক প্রয়োজনীয় অনুমতি দিচ্ছে না ফলে আলু মাঠেই পচছে। তিনি বলেন কেন্দ্রীয় সরকার যদি আলুএশিয়ার অন্যান্য দেশগুলিতে রপ্তানির ব্যবস্থা করত তাহলে আলু চাষিরা এইভাবে বিপদের মধ্যে পড়তো না এবং চাষীরা আলুর উপযুক্ত দাম পেতেন।কিন্তু সেদিকে না গিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। তিনি বলেন বামফ্রন্টের সময়ে ঋণে জর্জরিত হয়ে বহু আলু চাষী আত্মহত্যা করলেও তখন সেখানে নেতাদের চোখে এক ফোঁটা জল পড়ে নি, আর আজ আলু চাষীদের জন্য বিজেপির মায়া কান্না মানুষ দেখতে পাচ্ছেন। তিনি বলেন পশ্চিমবাংলার কৃষকদের জন্য মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন তাই অযথা ভোটের রাজনীতি করে চাষী মহলকে বোকা বানানো চেষ্টা করা ঠিক নয়। তিনি বলেন ভোটের বিধি-নিষেধ লাগু রয়েছে তাই এই মুহূর্তে চাষীদের উল্লেখযোগ্য কিছু বলা নিষেধ তবে ভোটের পরবর্তী সময়ে আলু চাষীদের বিষয়ে নিশ্চয়ই সরকারের কিছু ভাবনা চিন্তা থাকবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ভোটের মুখে আলু নিয়ে বেচারামের এই সাংবাদিক সম্মেলন রাজনৈতিক পরিবেশকে প্রভাবিত করবে বলে অভিজ্ঞ জনের মত।

(৫ পাতার পর)

২০১১-র রেকর্ড চুরমার করে বাংলায় সর্বকালের সেরা ভোট পড়ল,

দিয়েছেন।

মজার ব্যাপার হল, রেকর্ড ভোটদান দেখে যারপরনাই উচ্ছ্বসিত বিজেপি শিবিরও। তাঁদের দাবি, প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার ঝড় চলছে বাংলায়। এটা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভোট নয়। এটা সরকার উপড়ে ফেলার ভোট। ১০ থেকে ১২টি জেলায় তৃণমূল খাতাই খুলতে পারবে না।

এখন দেখার, এই ৯০ শতাংশের 'ম্যাজিক ফিগার' শেষ পর্যন্ত কার মুখে হাসি ফোটাবে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফের জয়ের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে দেবে নাকি পদ্ম শিবিরের জন্য নবান্নের দরজা খুলে দেবে? তার উত্তর পেতে অপেক্ষা করতে হবে আগামী ৪ মে পর্যন্ত। আপাতত এই বিপুল জনজোয়ারের মানে খুঁজতে হিমশিম খাচ্ছে মুরলীধর লেন থেকে কালীঘাট—সব পক্ষই।

এখন দেখে নেওয়া যাক কোন জেলায় কত ভোট পড়ল

মালদহ- ৮৯.৫৬ %

মুর্শিদাবাদ - ৯১.৩৬ %

পশ্চিম বর্ধমান - ৮৬.৮৯ %

পশ্চিম মেদিনীপুর - ৯০.৭০ %

পূর্ব মেদিনীপুর - ৮৮.৫৫ %

পুরুলিয়া - ৮৭. ৩৫ %

উত্তর দিনাজপুর - ৮৯.৭৪ %

ঝাড়গ্রাম - ৯০.৫৩ %

কালিম্পং - ৮১.৯৮ %

আলিপুরদুয়ার - ৮৮.৭৪ %

বাঁকুড়া - ৮৯.৯১ %

বীরভূম - ৯১.৫৫ %

কোচবিহার - ৯২.০৭ %

দক্ষিণ দিনাজপুর - ৯৩.১২ %

দার্জিলিং - ৮৬.৪৯ %

জলপাইগুড়ি - ৯১.২০ %

সিনেমার খবর

‘জাব উই মেট’-এর সিক্যুয়েল নিয়ে যা জানালেন পরিচালক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের পরিচালক ইমতিয়াজ আলির অন্যতম জনপ্রিয় সিনেমা ‘জাব উই মেট’ আজও দর্শকদের হৃদয়ে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। ছবিটির ‘গীত’ ও ‘আদিত্য’ চরিত্রে কারিনা কাপুর ও শাহিদ কাপুরের অভিনয় এখনও স্মরণীয়।

অনেকদিন ধরেই ভক্তদের মধ্যে প্রশ্ন ছিল—এই ছবির কি কখনো সিক্যুয়েল তৈরি হবে? সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ইমতিয়াজ আলি এ বিষয়ে স্পষ্ট মত দিয়েছেন। তিনি জানান, জাব উই মেট বা তামাশা—কোনো ছবিরই সিক্যুয়েল বানানোর পরিকল্পনা এখন তার নেই।

তিনি বলেন, বিভিন্ন সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও নানা জায়গায় তাকে ‘জাব উই মেট ২’ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। তবে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি মনে করেন, সব সিক্যুয়েল সফল হয় না। উদাহরণ হিসেবে তিনি ‘লাভ আজ কাল ২’-এর কথা উল্লেখ করেন, যা দর্শকদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি।

ইমতিয়াজের মতে, একজন নির্মাতার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো গল্পের প্রতি গভীর টান থাকা। কোনো গল্প যদি তাকে অনুপ্রাণিত না করে, তাহলে সেটি নিয়ে কাজ করতে তিনি আগ্রহী নন। তাই তার বিশ্বাস, জাব উই মেট-এর মতো কিছু সিনেমা যেভাবে আছে, সেভাবেই থাকা ভালো—এগুলোকে নতুনভাবে তৈরি করার প্রয়োজন নেই।

উল্লেখ্য, জাব উই মেট মুক্তি পায় ২০০৭ সালে এবং তামাশা ২০১৫ সালে। এই দুটি চলচ্চিত্রই ইমতিয়াজ আলির ক্যারিয়ারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাজ হিসেবে ধরা হয়। বর্তমানে তিনি বাণিজ্যিক হিসাবের চেয়ে গল্পের মানকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন।

নারীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব নিয়ে বদলে গেল মৃণালের ভাবনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

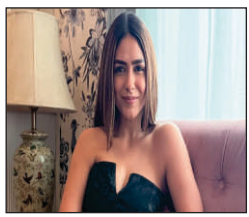

ছোটপর্দা থেকে বড়পর্দায় নিজের জায়গা তৈরি করদতে সহজ পথ পাড়ি দিতে হয়নি মৃণাল ঠাকুরকে। ক্যারিয়ারের শুরুতে নানা বাধা ও হেনস্থার মুখোমুখি হলেও ‘সীতা রামম’ সিনেমার সাফল্য তার জীবন ও ক্যারিয়ারের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

অভিনয়ের বাইরেও ব্যক্তিগত জীবনের এক অজানা দিক সম্প্রতি সামনে এনেছেন এই অভিনেত্রী। একসময়ে বন্ধু হিসাবে মেয়েদের নিয়ে বিরূপ মনোভাব ছিল তার। ছিল ভিন্ন ধারণাও।

এক সাক্ষাৎকারে মৃণাল জানান, ছোটবেলা থেকেই তার বন্ধুত্ব ছিল মূলত পুরুষদের সঙ্গে। এমনকি বড় হওয়ার পরও সেই চিত্র বদলায়নি। পাঁচজনের দলে তিনি একমাত্র মেয়ে থাকতেন।

নারীদের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব হতে পারে—এমন ধারণাই ছিল না মৃনালের। দক্ষিণী ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে গিয়ে প্রথমবার নারী বন্ধু হয়। বিশেষ করে ভাবনায় পরিবর্তন আসে দক্ষিণী অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়ার সঙ্গে পরিচয়ের পর। হায়দরাবাদ যাওয়ার পথে বিমানে তাদের প্রথম দেখা, আর সেখান থেকেই শুরু হয় ঘনিষ্ঠতা।

মৃণালের ভাষায়, ‘তামান্না ভাটিয়ার সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকে আমরা যেন দুই বোন হয়ে গেছি। তামান্নার সঙ্গে তার সম্পর্ক শুধু বন্ধুত্বে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা এক ধরনের পারিবারিক বন্ধনে রূপ নিয়েছে।’

অভিনেত্রীর মতে, পরিণত বয়সে তৈরি হওয়া বন্ধুত্বই সবচেয়ে গভীর হয়। ৩০ বছর পার করে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, সেটিই সত্যিকারের বোঝাপড়া ও আস্থার জায়গা তৈরি করে।

সব মিলিয়ে, নারীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব নিয়ে একসময় যে দূরত্ব ছিল, এখন তা বদলে গিয়ে মৃণালের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

ইয়ালিনার খোলস ছেড়ে কিংবদন্তি মধুবালার চরিত্রে সারা

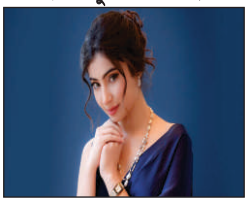

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কিংবদন্তি অভিনেত্রী মধুবালার ক্যারিয়ার ও ব্যক্তিজীবনের গল্প এবার পর্দায় তুলে ধরতে যাচ্ছেন নন্দিত নির্মাতা প্রযোজক সঞ্জয় লীলা বানসালি। বেশ কিছুদিন আগে নির্মাতার পক্ষ থেকে এই ঘোষণা আসে। সেই ঘোষণার পাশাপাশি নির্মাতার পক্ষ থেকে এও জানা গিয়েছিল যে, পর্দায় মধুবালার চরিত্রটি তুলে ধরতে যাচ্ছেন তরুণ অভিনেত্রী অনীত পাড্ডা।

‘সাইয়ারা’ সিনেমায় অনিন্দ্য অভিনয় দিয়ে অনীত অল্প সময়ে কোটি দর্শকের মনোযোগ কেড়ে নিয়েছেন। সেই সুবাদে বানসালির নজরে পড়েছেন অনীত। সে কারণে তাঁর সিনেমায় মধুবালা চরিত্রের জন্য অনীতের কথা ভাবছেন। কিন্তু হঠাৎ এবার বদলে গেল অভিনেত্রীর নাম। অনীত নয়, বানসালি এখন মধুবালা চরিত্রের জন্য সারা অর্জুনকে নিয়ে ভাবা শুরু করেছেন।

সংবাদ প্রতিদিনসহ ভারতের একাধিক সংবাদ মাধ্যম থেকে জানা গেছে, ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’ সিনেমায় অভিনয় করে দর্শকদের মাঝে সাড়া ফেলেছেন তরুণ অভিনেত্রী সারা অর্জুন। সিনেমাপ্রেমীদের পাশাপাশি নির্মাতাদের মাঝেও তাঁকে নিয়ে চলেছে নানা আলোচনা। একের পর এক নির্মাতার নতুন কাজের প্রস্তাব আসছে এই সারার কাছে। যার মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ প্রস্তাবটি এসেছে পরিচালক ও প্রযোজক সঞ্জয় লীলা বানসালির কাছ থেকে। সেই সুবাদে ‘ধুরন্ধর-২’ সিনেমার ইয়ালিনার খোলস ছেড়ে পর্দায় সারা অর্জুনের এবার কিংবদন্তি অভিনেত্রী মধুবালা হওয়ার পালা।

নির্মাতাসূত্র জানিয়েছে, সঞ্জয় লীলা বানসালির প্রযোজনা ও জ্যাসমিত কে রিনের পরিচালনায় কাজ করতে যাচ্ছেন এ সময়ের আলোচিত অভিনেত্রী সারা। তাঁকে নিয়ে হিন্দি সিনেমার স্বর্ণযুগকে তুলে ধরা হবে সঞ্জয়ের সিনেমায়। যেখানে তুলে আনা হবে কিংবদন্তি অভিনেত্রী মধুবালার অভিনয় ক্যারিয়ার ও চাকচিক্যের আড়ালে থাকা যন্ত্রণাকে। এটুকু তথ্য ছাড়া সিনেমা প্রসঙ্গে আর কোনো কথাই বলছেন না পরিচালক ও প্রযোজক। রীতিমতো মুখে কুলুপ এঁটে আছেন তারা।

এরপরও বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, অভিনেত্রী সারা অর্জুন এরই মধ্যে ‘মধুবালা’ চরিত্রে অভিনয়ের জন্য পুরোদমে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে দিয়েছেন। মধুবালার সৌন্দর্য, গ্ল্যামার, পোশাক-পরিচ্ছদ, সাজসজ্জা থেকে শুরু করে বাচনভঙ্গির প্রশিক্ষণ এবং ‘লুক টেস্ট’-এর মতো প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের ওপর বিশেষ নজর দিচ্ছেন। এখন শুধু অপেক্ষা সারাকে কিংবদন্তি মধুবালারূপে দেখার।

জোর ধাক্কা সিএসকে শিবিরে, চোটের জেরে আইপিএল থেকে ছিটকে গেলেন আয়ুষ মাত্রে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টুর্নামেন্টের মাঝপথে বড় ধাক্কা খেল চেন্নাই সুপার কিংস। দলের সবচেয়ে সফল ব্যাটার আয়ুষ মাত্রে আর চলতি আইপিএলে খেলতে নামবেন না। চোট এতটাই গুরুতর, যে অন্তত ৬ থেকে ১২ সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাঁকে।

হ্যামস্ট্রিং চোটেই আকস্মিক বিদায়

সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ব্যাট করতে গিয়ে বাঁ-পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পান মাত্রে। ম্যাচ চলাকালীন অস্বস্তি। পরে পরীক্ষা করে জানা যায়, আঘাত গুরুতর। আজ ফ্র্যাঞ্চাইজি আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দিয়েছে, চোট সারতে দীর্ঘ রিহ্যাব প্রয়োজন। যার অর্থ: এবারের মরসুম আয়ুষের জন্য শেষ (IPL 2026)। বিকল্প খুঁজতে এই মুহূর্তে পরিকল্পনায় বড়সড় পরিবর্তন আনতে হবে। কারণ, আয়ুষ ছিটকে যাওয়ায় ওপেনিং জুটির ভারসাম্য পুরোপুরি টাল খেতে পারে।

সেরা পারফর্মার হারানোর ধাক্কা

চলতি মরসুমে সিএসকের হয়ে সবচেয়ে ধারাবাহিক ব্যাটার আয়ুষ মাত্রে। মাত্র ছয় ম্যাচে ২০১ রান করেছেন। স্ট্রাইক রেট প্রায় ১৭৮ (Ayush Mhatre)। দুটি অর্ধশতরানও রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। পাওয়ারপ্লেতে দ্রুত রান তোলার ক্ষেত্রে দলের প্রধান ভরসা হয়ে ওঠেন। ১৮ বছর বয়সেই এমন নজরকাড়া পারফরম্যান্স। যা তাঁকে আলাদা করে তুলেছে। আগের বছর বদলি হিসেবে সুযোগ পান, আর এই সিজনে সেই সুযোগ পুরোদমে কাজে লাগিয়েছেন। এমন এক ব্যাটারকে হারানো মানে চেন্নাইয়ের ব্যাটিং অর্ডারে বড় ফাঁক তৈরি হওয়া। ঋতুরাজ গায়কোয়াড়ের নেতৃত্বে দলকে এখন নতুন সমাধান খুঁজতে হবে (Chennai Super Kings)।

বিকল্প খোঁজার কঠিন পরীক্ষা

মাত্রের জায়গা পূরণ করা সহজ নয়। একই ধরনের আগ্রাসী ব্যাটার খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন। সম্ভাব্য বিকল্প হিসেবে উঠে আসছে উর্বিল প্যাটেলের নাম (Cricket News Bangla)। দ্রুত রান তোলার ক্ষমতা আছে তাঁর। আরও একটি সম্ভাব্য মুখ কার্তিক শর্মা। তবে তাঁর ফর্ম অনিয়মিত। ফলে ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে।

পাশাপাশি বাইরের বিকল্পও আলোচনায়। যেমন, অনমোলপ্রীত সিং ও যশ ধুলে। যাঁরা ব্যাট হাতে আত্মবিশ্বাসী ও ধারাবাহিক। তরুণদের মধ্যে, পাওয়ারপ্লেতে আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিতে পারেন, এমন কেউ কেউ চর্চায় রয়েছেন (CSK Player Injury Update)।

জটিল পরিস্থিতিতে সিএসকের সামনে স্পষ্ট চ্যালেঞ্জ—ওপেনিং জুটির ভারসাম্য ফেরানো এবং দ্রুত নতুন পরিকল্পনা তৈরি করা। সিজন এখনও বাকি, কিন্তু এই ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে হলে দলকে দ্রুত মানিয়ে নিতে হবে।

বিশ্বকাপের আগে যাদের সঙ্গে প্রীতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আসন্ন বিশ্বকাপের আগে নিজেদের চূড়ান্ত প্রস্তুতি ঝালিয়ে নিতে দুটি আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ খেলবে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। যুক্তরাষ্ট্রের দুটি ঐতিহাসিক কলেজ স্টেডিয়ামে এই ম্যাচগুলো খেলবে বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস।

৬ জুন টেক্সাসের কলেজ স্টেশনে অবস্থিত কাইল ফিল্ডে হন্ডুরাসের মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। এক লাখ দুই হাজারের বেশি দর্শক ধারণক্ষমতার এই স্টেডিয়ামটি যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বড় ভেন্যু হিসেবে পরিচিত।

৯ জুন আলাবামার অবার্নে জর্ডন-হেয়ার স্টেডিয়ামে আইসল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামবে আলবিসেলেস্তেরা। উল্লেখ্য, এই ম্যাচটির মধ্য দিয়েই ৮৭ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কোনো আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচ আয়োজন করতে যাচ্ছে জর্ডন-হেয়ার স্টেডিয়াম।

২০২২ সালে কাতার বিশ্বকাপ জয়ের পর এবারই প্রথম কোনো ইউরোপিয়ান দলের বিপক্ষে মাঠে নামতে যাচ্ছে আর্জেন্টিনা। আইসল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচের মধ্য দিয়ে সেই দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটবে। দলটির বিপক্ষে আর্জেন্টিনার একমাত্র দেখা হয়েছিল ২০১৮ বিশ্বকাপে। ১-১ গোলে ড্র হওয়া সেই ম্যাচে লিওনেল মেসির পেনাল্টি ঠেকিয়ে রাতারাতি তারকা বনে গিয়েছিলেন আইসিশ গোলরক্ষক হানেস পোর হালডোরসন।

এদিকে হন্ডুরাসের বিপক্ষে এখন পর্যন্ত তিনবার মুখোমুখি হয়ে সবকটিতেই জয় পেয়েছে আর্জেন্টিনা। সবশেষ ২০২২ সালে মায়ামিতে তাদের ৩-০ ব্যবধানে হারিয়েছিল দলটি।

এই দুই প্রীতি ম্যাচে পূর্ণ শক্তির দল নিয়েই মাঠে নামবে আর্জেন্টিনা। কোচ স্কালোনি এই ম্যাচগুলোকে বিশ্বকাপের আগে দলের কৌশল নির্ধারণ ও সেরা একাদশ বাছাইয়ের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে দেখছেন।

আগামী ১১ জুন থেকে যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডার যৌথ আয়োজনে পর্দা উঠবে এবারের বিশ্বকাপের। টুর্নামেন্টের 'জে' গ্রুপে আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ হিসেবে রয়েছে অস্ট্রিয়া, জর্ডান ও আলজেরিয়া। আগামী ১৬ জুন আলজেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শিরোপা ধরে রাখার আনুষ্ঠানিক অভিযান শুরু করবে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।

বিশ্বকাপের আগে নেইমারকে দুই মাসের সময় দিলেন আনচেলত্তি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে নিজেকে শতভাগ ফিট প্রমাণ করতে ব্রাজিল তারকা নেইমারকে দুই মাসের সময়সীমা দিয়েছেন কোচ কার্লো আনচেলত্তি। তিনি জানিয়েছেন, এই সময়ের মধ্যে ফিটনেস ও পারফরম্যান্সে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে অভিজ্ঞ ফরোয়ার্ডকে।

২০২৩ সালের অক্টোবরে গুরুতর চোটে পড়ার পর থেকে জাতীয় দলের জার্সিতে আর দেখা যায়নি ব্রাজিলের সর্বোচ্চ গোলদাতাকে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে ক্লাব সান্তোসের হয়ে মাঠে ফিরে ফিটনেস ও পারফরম্যান্সে উন্নতির ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

আনচেলত্তি স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, শতভাগ ফিট না হলে নেইমারের জাতীয় দলে জায়গা পাওয়া কঠিন হবে। গত মাসে ফ্রান্স ও ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচের প্রাথমিক দলে থাকলেও চূড়ান্ত স্কোয়াডে জায়গা হয়নি তার।

যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনে ফ্রান্সের বিপক্ষে ব্রাজিলের ২-১ ব্যবধানে পরাজয়ের ম্যাচে গ্যালারি থেকে দর্শকদের 'নেইমার, নেইমার' স্লোগান শোনা যায়। তবে ম্যাচ শেষে আনচেলত্তি বলেছিলেন, দলে থাকা খেলোয়াড়দের নিয়েই মনোযোগ থাকা উচিত।

এবার ফরাসি সংবাদমাধ্যম 'লে কিপ'-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আনচেলত্তি জানান, আসন্ন বিশ্বকাপের পরিকল্পনায় এখনো আছেন নেইমার। তিনি বলেন, নেইমার একজন অসাধারণ খেলোয়াড় এবং জাতীয় দলে ফিরতে হলে তাকে ফিটনেস ও ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে।

আনচেলত্তির ভাষায়, 'হাঁটুর চোট থেকে ফিরে সে ভালো করছে, গোলও করছে। তবে তাকে এই ধারা বজায় রাখতে হবে এবং আরও উন্নতি করতে হবে। পরবর্তী বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা প্রমাণের জন্য তার হাতে এখনও দুই মাস সময় আছে।'

আগামী জুন-জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বকাপ। 'সি' গ্রুপে ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ মরক্কো, হাইতি ও স্কটল্যান্ড। ১৩ জুন নিউ জার্সিতে মরক্কোর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের অভিযান।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR